Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM)
Bangladesh National Chapter
1 No. Shah Shaheb Lane, Gandaria, Dhaka -1204, Bangladesh
http://www.hrcbm.org E-mail : hrcbmbd24@gmail.com Ph : +88 01820 224422
An NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of The United Nations

সংবাদ সম্মেলন

স্থান: বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্র্যাব) – নিচ তলা
তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ইং রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায়।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

মানবাধিকারকর্মী ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। লিখিত বক্তব্য পাঠ করছি আমি এ্যাড. লাকী বাছাড়,কনভেনর HRCBM।আমার সাথে আছেন আশীষ কুমার অঞ্জন-কোর্ডিনেটর,রিপন দাস-হিউম্যান রাইটস এ্যাক্টিভিস্ট, কুশল বরণ চক্রবর্তী -হিউম্যান রাইটস এ্যাডভাইজার, অমিত কুমার বর্মন- ঢাকা ডিভিশনাল কোর্ডিনেটর, বিমল কান্তি চাকমা-চট্টগ্রাম হিলট্রাকস ডিভিশনাল কো-অর্ডিনেটর, রঞ্জন সরকার-রাজশাহী ডিভিশনাল কোর্ডিনেটর , জ্যোতি বাছাড়-অফিস সেক্রেটারি,জীবন কুমার- আইটি সেক্রেটারি, রাজ চাকমা- হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট ,সঞ্জয় কুমার রাহা - যশোর ডিভিশনাল কোর্ডিনেটর, তুর্য রুদ্র- হিউম্যান রাইট অ্যাসিস্ট্যান্ট, শুভ দাসগুপ্ত-হিউম্যান রাইটস এ্যাক্টিভিস্ট,প্রেমা আচার্য্য- অবজারভার, দীপঙ্কর ভদ্র-ভিক্টিম।
আজ Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক সময়ের হামলা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, অপহরণ, জমি দখল এবং ধর্ম অবমাননার অপব্যবহার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জাতির বিবেক। আপনাদের লেখনির মাধ্যমে দেশবাসী প্রতিদিনের খবরাখবর জানতে পারছে। সম্প্রতি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার বনগ্রাম এলাকার সংখ্যালঘু সনাতনী নারী শান্তি রানী ভদ্র এর জমি থেকে জোরপূর্বক গাছ কেটে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শান্তি রানী ভদ্র একজন বয়স্কা বিধবা নারী। অসহায় নারী অভয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে ও থানা বিষয়টি এখনো এজাহার ভুক্ত করেন নাই। এ ঘটনা নিছক সম্পদহানি নয়, এটি একটি পরিকল্পিত ভয়ভীতি প্রদর্শন, যা সংখ্যালঘুদের নিজের জমি - সংসার নিয়ে নিরাপদ থাকতে পারছে না। যাহা সংখ্যালঘুদের জন্য অত্যন্ত বেদনার কথা।সংখ্যালঘু সনাতনী বিধবা নারীর পুত্র ভুক্তভোগী দিপঙ্কর ভদ্র HRCBM -এর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। আমরা বিষয়টি আইনি ও মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের সংগে পর্যবেক্ষণ করছি। এছাড়া প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

প্রিয় বন্ধুগন ,

২০২৫ সালের অদ্যাবধি ধর্ম অবমাননার নামে ৭৩টি ঘটনা—এক গভীর সংকট

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত **HRCBM** ৭৩টি ধর্ম অবমাননার অভিযোগভিত্তিক ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এর মধ্যে— মামলা হয়েছে: ৪০টি ,মামলা হয়নি: ৫টি ,শিক্ষার্থী বহিষ্কার: ৫ জন ,এবং বাকি ২৩ টি ঘটনার তথ্য সংগ্রহে কাজ করে যাচ্ছে **HRCBM** ।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

খুলনার দাকোপের ঘটনা—আইনের অপব্যবহারের জ্বলন্ত উদাহরণ

গত ২৩ অক্টোবর ২০২৫ খুলনার দাকোপ থানায় পূর্বায়ন মণ্ডলকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু **HRCBM** এর অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে— প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্মের দেবী কালীকে নিয়ে কটূক্তি করেছিলেন আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তি, তার সেই মন্তব্যের জবাব দিতেই পূর্বায়ন মন্তব্য করেন, অথচ আবদুর রহমান আজও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। HRCBM থানায় যোগাযোগ করলে ও আদ্যাবধি এখনো পর্যন্ত আবদুর রহমানের নামে কোনো মামলা হইনি।

CamScanner

Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM)
Bangladesh National Chapter
1 No. Shah Shaheb Lane, Gandaria, Dhaka -1204, Bangladesh
http://www.hrcbm.org E-mail : hrcbmbd24@gmail.com Ph : +88 01820 224422
An NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of The United Nations

তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ইং

গত ২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর পটুয়াখালী সদরের নাবালক সুব্রত শীল (১৬) ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার হয়। সুব্রত শীলের পরিবার HRCBM এর কাছে আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য লিখিত অভিযোগ করে।HRCBM হাইকোর্টে জামিনের পিটিশন দায়ের করলে ও অদ্যবধি জামিন পাওয়া যাইনি।
এটি প্রমাণ করে, ধর্ম অবমাননার আইনকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা এখন ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ফরিদপুরের নগরকান্দায় ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে এক তরুণকে অবরুদ্ধ করে একদল লোক।এদিকে ওই ঘটনার সময় গোড়াইল বাজারের অদূরে ওই তরুণের বাড়িতে হামলা করে ভাঙচুর করে একদল লোক। এ সময় তারা বাড়ির সামনে একটি পাটখড়ির গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়।
গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নে বাধন সাহা নামের এক হিন্দু যুবককে কেন্দ্র করে হঠাৎ করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ উঠেছে—তিনি তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকারী একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তবে উক্ত স্ট্যাটাসটি এখনো দেখা যায়নি বা যাচাই করা যায়নি, ফলে স্ট্যাটাসের প্রকৃতি বা বক্তব্য নিশ্চিত নয়।
স্ট্যাটাসের প্রকৃতি যাচাই না করেই স্থানীয় কিছু উগ্রপন্থী ব্যক্তি ও mob জাতীয় তাওহীদি জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত ঘটনাস্থলে সমবেত হতে থাকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সংখ্যালঘু পরিবারটি আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে।
ধর্ম অবমাননাকে ইস্যু করে সংখ্যালঘুদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ঘরবাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়, সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার ঝুমন দাশ আপন এর ঘটনা এক জলজ্যান্ত উদাহরণ । এছাড়া রংপুরের গঙ্গাচূড়ার পিতা -পুত্র,চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজার,বান্ডেল রোড সহ বহু জায়গায় এর দৃষ্টান্ত। এ ধরনের অপসংস্কৃতি চলতে থাকলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিঃশ্বেষ হতে আর খুব বেশি সময় লাগবে না। এ যেন এক জাতি গোষ্ঠী-কে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

প্রিয় বন্ধুগন,

সংখ্যালঘু নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা—লোমহর্ষক বাস্তবতা

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ২০২৫—এই ১১ মাসে সংখ্যালঘু নারীদের ওপর ১৪৪টি সহিংসতার ঘটনা HRCBM সরাসরি ভুক্তভোগীর আবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করেছে।

এর মধ্যে— নিখোঁজ: ৬০ জন , অপহৃত: ২০ জন , জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত: ২৭ জন , শ্লীলতাহানি: ১১ জন , আত্মহত্যা (নির্যাতনের ফলে): ৫ জন , হত্যা: ৭ জন ,যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা: ১৪ জন
এসব ঘটনার মধ্যে ৭৫টি লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি; এর মধ্যে HRCBM ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ২৫ টি ঘটনা সমাধান হয়েছে এবং ৫০ টি ঘটনা এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ঠাকুরগাঁওয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অপহরণ—রাষ্ট্রের জবাবদিহি প্রয়োজন

ঠাকুরগাঁও জেলার নাবালিকা দশম শ্রেণীর ছাত্রী (১৫) গত ২৭ নভেম্বর ২০২৫ দুপুর ১টার দিকে পরীক্ষার পর বাড়ি ফেরার পথে কালো মাইক্রোবাসে অপহৃত হন। পরিবার, স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসন ঘটনাটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করলেও এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
এটি শুধু একটি অপহরণ নয়—এটি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু কিশোরী মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

CamScanner

Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM)
Bangladesh National Chapter
1 No. Shah Shaheb Lane, Gandaria, Dhaka -1204, Bangladesh
http://www.hrcbm.org E-mail : hrcbmbd24@gmail.com Ph : +88 01820 224422
An NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of The United Nations

তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫ইং

HRCBM এর দাবি গুলো

১. ধর্ম অবমাননার অপব্যবহার বন্ধে জরুরি আইনগত সংস্কার প্রয়োজন।
২. অনন্যা রূপালি সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু নারীদের উদ্ধারের জন্য বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।
৩. সংখ্যালঘুদের জমি দখল, ভয়ভীতি ও হামলার প্রতিটি মামলা নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।
৪. সংখ্যালঘু নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষায় বিশেষ সেল ও মনিটরিং ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. মূল অপরাধীদের—প্রভাবশালী বা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচয় নির্বিশেষে—কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৬. রাষ্ট্রকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে:

"সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কোনো দয়া নয়, এটি সাংবিধানিক অধিকার।"

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আমরা **HRCBM** দৃঢ়ভাবে জানাতে চাই—
বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় নারীদের উপর ঘটে যাওয়া নির্মম বর্বরতায় সকল দায়িত্বশীলদের পাশে দাড়ানো, নারী ও শিশুদের অধিকারের প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহবান জানাচ্ছি। সেই সাথে সকল ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুদের সঠিক বিচার ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে।অদ্য উপস্থিত ভুক্তভোগীর পরিবারের দ্রুত আইনি ব্যাবস্থা নিশ্চিত করা ও ক্ষতি পুরন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
দোষীদের শাস্তি দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে এবং নারীদের সমান অধিকার বাস্তবায়ন না হলে বাংলাদেশে নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এযাবৎ কাল এ দেশের সংখ্যালঘুরা সঠিক ন্যায় বিচার না পাওয়ায় ও আইনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিগত দিনে ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক কোনো ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ায় ধীরে, ধীরে এই সহিংসতার হার ক্রমান্যয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে আজ এই নৃসংশতা অমানবিকতা চুড়ান্তপর্যায় পৌঁছে গেছে। সমাজের অপরাধীরা কোনরকম ভাবে আইনের হাত থেকে ছাড় না পায় তার জন্য সকল প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এ ব্যাপারে সকল মিডিয়া ও সাংবাদিক ভাইদের সোচ্চার থাকার জন্য আহ্বায়ন জানাই।
অনতিবিলম্বে নারী ও শিশুদের আইনের উদ্দেশ্য পুরণ কল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রনয়নের আহ্বান জানাই। অন্যথায় দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। তাই সমাজ, জাতি ও দেশের উন্নয়ন সমুন্নত রেখে সুশীল ও গঠনমূলক সমাজ গঠনে অগ্রগামী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সেইসাথে সকল ক্ষেত্রে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক নারী অধিকার আইন কে সম্মানের সাথে দেখার ও বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হচ্ছে।এছাড়া ধর্ম অবমাননার বিষয়টি নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে আইনের সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন।
বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, জুলুম ও দমননীতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
রাষ্ট্র, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়—সবাইকে এখনই দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশ এমন একটি দেশ হবে যেখানে প্রত্যেক নাগরিক—ধর্ম, পরিচয়, মতবাদ নির্বিশেষে—সমান মর্যাদা ও নিরাপত্তা পাবে।

ধন্যবাদ।

অ্যাডভোকেট লাকী বাছাড়

Convenor ,Bangladesh chapter

Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM)

CamScanner